সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবদ্দশায় তাঁর সম্বন্ধে যেসকল তথ্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি সঙ্কলন করে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস ১৩৫৯ সালে 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তখনকার দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সংবাদ কিভাবে পরিবেশিত হয়েছিল, তা আমাদের অনেকেরই অজানা। ১৩৭৫ সালে উপরি উক্ত পুস্তকের যে দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছিল, সেখান থেকে কিছু কিছু নির্বাচন করে পুনর্মুদ্রিত করা হলো। আশা করি পাঠকবর্গের ভাল লাগবে।—**সম্পাদক**

ধর্মতত্ত্ব, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৮৬

(পূর্বানুবৃত্তি)

...বরফ তাঁহার (শ্রীরামকৃষ্ণের) অতিশয় প্রিয় ছিল। তিনি পদার্পণ করিলে আচার্যদেব তাঁহার জন্য বরফ আনাইতেন। কখনো কখনো দক্ষিণেশ্বরেও বরফ পাঠাইয়া দিতেন। পরমহংস জিলিপি খাইতে ভালবাসিতেন। একদিন মিষ্টান্নাদি খাওয়া হইলে কেহ কেহ আরো খাওয়ার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন ঃ "আমার গলা পর্যন্ত পূর্ণ, আর একটি সর্ষপ পরিমাণ দ্রব্যেরও ভিতরে প্রবেশ করিবার পথ নাই। তবে জিলিপির পথ হবে, জিলিপি হলে একখান খাইতে পারি।" কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "যখন একেবারে পথ নাই, তখন জিলিপির পথ কেমন করে হবে?" তিনি বলিলেন ঃ "যেমন কোন মেলা উপলক্ষ্যে রাস্তায় গাড়ির অত্যন্ত ভিড় হয়, পথ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, একটি মানুষও কষ্টেসৃষ্টে চলিতে পারে না, তবে এ অবস্থায় যদি লাটসাহেবের গাড়ি আসে, অন্য অন্য গাড়ি সরিয়া স্থান করিয়া দেয়, এইরূপ জিলিপি খাইবার পথ হবে, অন্য অন্য খাদ্যদ্রব্য জিলিপিকে সম্মান করিয়া পথ ছাড়িয়া দিবে।" আচার্যদেবের শেষ অবস্থায় সঙ্কট পীড়ার সময় পরমহংসদেব আসিয়া তাঁহাকে একবার দেখিয়া গিয়াছিলেন। তখন দুইজনের পরস্পর খুব ভাবের কথা হইয়াছিল। পরমহংস একদিন অপরাহ্নে কোন প্রচারকের সঙ্গে ব্রহ্মমন্দির দেখিতে গিয়াছিলেন। মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া "এখানে তিনশত লোক নিরাকার ঈশ্বরের পূজা করেন, তাঁহার নাম করেন"—এই বলিয়াই ভাবে বিহ্বল হইয়া পড়েন। তিনি উপাসনায় কোনদিন যোগ দেন নাই, যোগ দিবেন কি, পূর্বেই যে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন।

তত্ত্বমঞ্জরী, আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৮৮৬

...সাধুরা রামকৃষ্ণকে 'পরমহংস' বলিতেন এবং অনুমান হয় তোতাপুরী এই উপাধি প্রদান করেন। অন্যান্য সাম্প্রদায়িক সাধন শিক্ষাকালেও তৎ তৎ সাম্প্রদায়িক উপাধিও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তৎসমুদয় এত গোপনভাবে রাখিয়াছিলেন যে আমরা কখনো তাঁহার প্রমুখাৎ শ্রবণ করি নাই। যদিও তাঁহাকে পরমহংস বলা হইত কিন্তু শাস্ত্রমতে যে-অবস্থাকে পরমহংস বলে সেসকল লক্ষণ তাঁহাতে নিয়ত দেখিতে পাওয়া যাইত না। পরমহংস বৈদান্তিক সাধকদিগের চরমাবস্থাকে বলে। অর্থাৎ জগৎ মিথ্যা-জ্ঞানে সচ্চিদানন্দকে সার বোধ করাই পরমহংসের কার্য। তাঁহার এ অবস্থাও ছিল এবং সময়ান্তরে অনিত্য পার্থিব পদার্থেরও নিত্যত্ব স্বীকার করিয়া জল, বৃক্ষ, মৃত্তিকা, প্রস্তরও পূজা করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাকে কোন সম্প্রদায়েই সন্নিবিষ্ট করা যাইতে পারে না। অথবা সকল সম্প্রদায়ই তাঁহার সম্প্রদায় বলিলে সত্যকথা বলা হয়। কারণ বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, পরমহংস, যোগী, মুসলমান, কর্তাভজা, নবরসিক, বাউল, পঞ্চনামী, গৌড়ীয়, ব্রাহ্ম প্রভৃতি নানাবিধ মতাবলম্বীরা তাঁহার উপাসক ছিলেন। সকলেই তাঁহাকে তাঁহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া নিশ্চয় করিয়া জানিতেন।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দ্বারা কেশবচন্দ্র সেন সাধারণ ভক্তিসাধন প্রণালী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যখন পরমহংসদেবের প্রত্যক্ষ ধর্মোপদেশের পরাক্রমে কেশববাবুর পাশ্চাত্য ভাব সংযুক্ত বৈদান্তিক ব্রাহ্মধর্মের ভক্তি ক্রমে শিথিল হইতে লাগিল, তখন তাহা রক্ষার জন্য অগত্যা পরমহংসদেবের প্রকৃত হিন্দু ভাব অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। একথা অধিক দিন অপ্রকাশিত ছিল না।

কেশববাবু যেসময়ে পরমহংসদেবের সহিত সম্মিলিত হন, তখন তিনি ব্রহ্মের ঐশ্বর্য-ভক্ত ছিলেন। এই নিমিত্ত তিনি সাকার নিরাকার ও ব্রহ্মশক্তি লইয়া অতিশয় তর্ক-বিতর্ক করেন।... এই তর্কের দ্বারা কেশববাবু শক্তি স্বীকার করিতে বাধ্য হন এবং তদবধি মাতৃভাবে উপাসনা করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। তদবধি ভক্তির মাধুর্যরস তাঁহার মধ্যে ক্ষরিত হইতে দেখা গিয়াছে। কেশববাবু 'নববিধান' বলিয়া যে নূতন ধর্মভাব প্রচলিত করিয়াছেন তাহা নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিলে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাধন-ফলের আভাসমাত্র বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে। কথিত হইয়াছে যে, পরমহংসদেব নিজে সাধন দ্বারা সকল ধর্মের সত্য প্রত্যক্ষ করিয়া নিশ্চিতভাবে বসিয়াছিলেন। কেশববাবু তাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। তিনি হয় পরমহংসদেবের প্রকৃত ভাব অনুধাবন করিতে পারেন নাই, না হয় নিজের বুদ্ধির পরিচয় দিবার জন্য তাহাতে কিঞ্চিৎ কারিকরী করিয়া অর্থাৎ যে-ধর্মে যতটুকু সার বলিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন তাহা সংগ্রহ করিয়া এক নূতন বিধানের সৃষ্টি করেন। যেমন ঈশা হইতে প্রেম, চৈতন্য হইতে ভক্তি, বুদ্ধ, নানক হইতে জ্ঞান ইত্যাদি। কিন্তু পরমহংসদেব তাহা বলিতেন না। তাঁহার মতে প্রত্যেক মতই সত্য। যে-মতে প্রেমের কাহিনী কথিত হইয়াছে, তাহা হইতে প্রেম বিচ্যুত করিয়া লইলে তাহার কি অবস্থা হইবে? যেমন কোন ব্যক্তির মস্তক, কোন ব্যক্তির শরীর, কাহারো হস্ত এবং কাহারো পদ কর্তন করিয়া একটি কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি সংগঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই সেই খণ্ডিত অঙ্গ যে যে শরীরে ছিল, তাহা সেই শরীরেরই উপযোগী হইয়া স্বভাব হইতে প্রস্তুত হইয়াছে। তাহার শোভা স্বাভাবিক—কৃত্রিম নহে। সেইরূপ যে যে ধর্মমত প্রচলিত আছে, তাহাতে একটি একটি স্বতন্ত্র ভাবের প্রথমাবস্থা হইতে পূর্ণ পুষ্টিকাল পর্যন্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে।... পরমহংসদেব সেইজন্য যখন যে-মতে সাধন করিয়াছিলেন তখন সেই সেই মতের কোন প্রক্রিয়া স্বেচ্ছাচারীর বশবর্তী হইয়া পরিত্যাগ করেন নাই। যাঁহারা পরমহংসদেবকে নববিধানের প্রবর্তনকর্তা বলিয়া সংবাদপত্রে আন্দোলন করিতেছেন তাঁহাদের এইজন্য বলি যে, তাহা তাঁহাদের বুঝিবার ভুল হইয়াছে।

সঙ্কলন V জলধিকুমার সরকার

সম্পাদনা V স্বামী সর্বগানন্দ